রোগীর দোয়া, আল্লাহর জওয়াব ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি

وَعَنْ أَبي سعيد الخدري وأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنّه قَالَ: مَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ . وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، قَالَ: يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي . وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ وَإِذَا قَالَ: لاَ إله إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ، قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِي وَكَانَ يقُولُ: مَنْ قَالَهَا في مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ- رواه الترمذي

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়) বলে, আল্লাহ তার সত্যায়ন করে বলেন, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি সবচেয়ে বড়।' আর যখন সে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই), তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আমি একক, আমার কোন অংশী নেই।'

আর যখন সে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই এবং তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা আমারই এবং আমারই যাবতীয় প্রশংসা।'
আর যখন সে বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-চড়ার শক্তি নেই), তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমার প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-চড়ার শক্তি নেই।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, ''যে ব্যক্তি তার পীড়িত অবস্থায় এটি পড়ে মারা যাবে, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।'' (তিরমিযী)

হে আল্লাহ তোমার জিকির করার, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার এবং তোমার ইবাদত করার তৌফিক আমাদেরকে দান করো।

আল্লাহ যাদের বেশি ভালোবাসেন তাদেরকে বেশি পরীক্ষা করেন

- যখন তুমি নিজের রক্তের মানুষদের দ্বারা কষ্ট পাও।
- তখন একবার হযরত ইউসুফ (আ:) এর কথা ভাবো, তিনি তার ভাইদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন।
- যখন তোমার বাবা মা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে।
- তখন হযরত ইব্রাহিম (আ:) এর কথা চিন্তা করো, তার বাবা তাকে আগুনে নিক্ষেপ ভূমিকা রেখেছিল।
- যখন তুমি সমস্যা থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ পাবে না।
- তখন হযরত ইউসুফ (আ:) এর কথা কল্পনা করো, মাছের পেটে তিনি আটকা পড়েছিলেন।
- যখন কেউ তোমাকে অপবাদ দেয়।
- তখন মা হযরত আয়শা (রা:) এর কথা মনে করো মদিনা শহরে জুড়ে কুৎসা রচনা করা হয়েছিল।
- যখন তুমি অসুস্থ ব্যথার যন্ত্রণায় কাতরাতে থাক।
- তখন হযরত আইয়ুব (আ:) এর কথা চিন্তা করো, তিনি তো তোমার চেয়েও বেশি অসুস্থ ছিলেন।
- যখন তুমি দ্বীনের কোনো বিধান নিয়ে যুক্তি খুঁজে পাও না।
- তখন হযরত নূহ (আ:) এর কথা ভাবো, তিনি কোনো প্রশ্ন ছাড়াই মরু অঞ্চলে নৌকা তৈরী করেছিলেন।
- যখন তুমি আত্মীয়, পরিবার, বন্ধুবান্ধব কিংবা অন্যদের উপহাসের পাত্র পরিণত হও।
- তখন হযরত মুহাম্মদ (স:) এর কথা চিন্তা করো।
- রাসূল (স:) বলেছেন সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা থেকেই সবচেয়ে বড় পুরস্কার আসে. যখন আল্লাহ কাউকে ভালোবাসেন, তিনি তাকে পরীক্ষা জীৱৰ এবং যে পরীক্ষাগুলো মেনে নেয়, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে. আর যে অভিযোগ করে সে তার ক্রোধের পাত্র হয়। (তিরমিযী ২৩৯৬, ইবনে মাজাহ ৪০৩১)

হে রব আমি ফিরে এসেছি আপনার নিকট

- হে আমার রব, নতুন করে যাত্রা শুরু করেছি।
- যেমনটা আমার কাছ থেকে তুমি চাও, হে ইলাহী।
- তোমার নাফরমানি করেছি অনেক, হে রব তুমি আমাকে বহু অবকাশ দিয়েছ।
- অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আমার পাপ ঢেকে রেখেছ।
- কেননা তুমি পরম করুনাময় ও ক্ষমাশীল রব।
- অতীতের সব অন্যায় কাজ, পাপ কাজ আমি ছেড়ে সিয়েছি, হে রব।
- কাঁদতে কাঁদতে এসেছি তোমার দুয়ারে হে রব।
- এ গিয়ে এসেছি সন্তুষ্টি ও শান্তির পথে।
- অনুতাপ ও অশ্রুপ্রবাহ বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।
- কোরআনে তুমি বলেছো নিরাশ হয়ো না।
- যখন আমাকে ক্ষমা করবে তখন হবে আমার ঈদের দিন।
- তোমার বান্দাদের প্রতি তুমি বড়ই মেহেরবান।
- আমি আশা করছি, তুমি আমাকে কবুল করবে এবং আমাকে দান করবে চিরস্থায়ী জান্নাত আর তোমার দিদার।
- তোমাকে ভালোবাসি হে রব।
- তুমি আমাকে কবুল করবে, এটাই আমার আসা হে দয়াময় প্রভু।

জান্নাতি লোক দেখে আনন্দবোধ করতে চাও

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اللهِ دُلَّنِي هَلٰى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ : تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ – وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا اَزِيدُ عَلَى هٰذَا – فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ إِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى هٰذَا – مُتَّفِقٌ عَلَيهِ

(রিয়াদুস সালেহীন ১২১৩) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক বেদুয়িন রাসূলুল্লাহ (স:) এর কাছে এসে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমাকে এক আ'মূল বলে দিন, যখন আমি তা করব, তখন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি বললেন: আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না, নিয়মিত সালাত কায়েম করো, ফরজ যাকাত আদায় করো এবং রমজানের সওম পালন কর। সেই ব্যাক্তি বললো: সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি এর উপর কিছুই বৃদ্ধি করবে না। তারপর যখন সে ফিরে যেতে লাগলো, নবী করীম (স:) বললেন: যে ব্যাক্তি জান্নাতি কোনো অধিবাসীকে দেখে আনন্দবোধ করতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে। **(বুখারী মুসলিম)**